লাভজনক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদন

আপনি জানেন কি আধুনিক পদ্ধতিতে ১০০টি ব্লেক বেঙ্গল / দেশীয়

ছাগল পালন করে ১ বৎসরে ২৫ লাখ টাকা আয় করা সম্ভব । বিশ্বাস হচ্ছে না,আমাদের ফামর্ে দেখার অমন্ত্রন রইল।

বিস্তারিত পদ্ধতি নিচে –

৪ লাখ ৫ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে যাবার কথা ভাবছেন ?

আপনার বন্দু বান্ধব বা আত্তীয় যারা বিদেশে আছে তাঁদের কাছথেকে সত্যিকথাটি জেনেনিন তারা বাৎসরিক কি

পরিমান আয় করছেন , আর দিন রাত কি পারিমান অমানসিক পরিশ্রম তারা করছেন। প্রয়োজনে আমাদের

আইডিয়াটা তাঁদের সাথে শেয়ার করুন এবং তাঁদের মতামত নিন।

আপনারা যারা টাকা নিয়ে বসে আছেন ব্যবসা করার জন্য, কি ব্যাবসা করবেন খুজে পাচ্ছেন না , লাভ

লোকসানের হিসেব মিলছে না তারা দয়াকরে একটু পড়ে দেখবেন।

শুরু করতে যা যা লাগবে ।

১) ঘর তৈরির জন্য ২ শতাংশ বা ৩ কাঠা জায়গা।

২) হাইব্রিড ঘাস / নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনের জন্য ৩০ শতাংশ বা ১ বিঘা জমি।

৩) আধুনিক ছাগল পালন পদ্ধতি সমন্ধে বাস্তব জ্ঞান বা হাতে কলমে ট্রেনিং।

প্রথমে এলাকার বাজার হতে দেশীয় জাতের

দুধ ছারানো ১০০ ছাগল / ডো কিনতে হবে , দাম ১০০০ – 2000 মধ্যে ।

আর এদেরকে প্রজনন করার জন্য ১টি উন্নত জাতের পাঠা /বাক সংগ্রহ করতে হবে।

ছাগল বৎসরে ২ বার ২টি করে বাচ্চা দেয় তা হলে ১০০ ছাগল এক বৎসরে ৪০০ টি বাচ্চা দিবে, উন্নত জাতের

পাঠা দিয়ে প্রজনন করানো হলে ৪-৫ মাস বয়সে বাচ্চা গুলো ২০-২২ কেজী হবে।

২০ কেজী ওজনের ছাগল হতে ১৪ কেজী মাংস

হবে, ৫০০ টাকা কেজী হিসেবে ১৪ কেজী মাংসের দাম ৭০০০ টাকা।

তাহলে ৪০০ বাচ্চা ৭০০০ টাকা হিসেবে ৪০০x৭০০0=2৮00000 (2৮ লক্ষ টাকা) বিক্রি হবে।

এ বার আসি খরচ এ , একজন কর্মচারি মাসিক ১০ হাজার টাকা বেতনে ১২০হাজার টাকা, ঔষধ ৩০ হাজার টাকা, ফামর্ের উন্নয়ন খরচ ১৫০ হাজার টাকা

টোটাল খরচ = ৩ লক্ষ টাকা

মোট মুনাফা ২৮-৩=২৫ লক্ষ টাকা।

আর একটি কথা মনে করিয়ে দেই , আপনি মূলধন হিসেবে যে ছোট ছাগল গুলো কিনছিলেন সে গুলো ছোট হতে বড় হওয়াতে মূলধনের পরিমাণ ও বেড়েছে।

যেভাবে করবেন।

১) প্রথমে ৩০ শতাংশ জমিতে নেপিয়ার চাষ শুরু করবেন। সঠিক পরিচযর্ায় নেপিয়ার ৪০-৪৫ দিনে পূনাঙ্গ হবে।

২) একই সময়ে আপনাকে ১০ কক্ষ বিশিষ্ট আধুনিক ঘর তৈরি করতে হবে, ঘর তেরীতে যা লাগবে, ১হাজার ইট,২০ টি নেট, ১৮ টি সিমেন্টের খুঁটি, গ্রীল বা বাঁশ আর প্রয়োজনীয় টিন।

৩) দেশীয় জাতের ছাগল ১০০টি।

৪) একটি উন্নত জাতের পাঠা/ বাক।

নেপিয়ার ঘাস – গরু বা ছাগলের খমার করা কথা ভাবছেন খাবারের দাম নিয়ে চিন্তিত , খাবারের দামের জন্য লাভ হচ্ছে না। নেপিয়ার চাষ করে এক মাসে আপনার সমস্যার সমাধান।

বষর্া আসছে গরু বা ছাগলের খাবার নিয়ে চিন্তীত, ৬৫০ টাকা দরে ২৫কজী খাবার কিনছেন, আর টাকা দিয়ে কিনে চিটাগুর মিশ্রিত কাঠের গুরা খাওয়াচ্ছেন। একটু বুদ্ধি খাটান নেপিয়ার ঘাস চাষ করুন, মাসিক ১৫০০০-২০০০০ টাকা সেভ করুন। সারা দেশের বিভিন্ন জেলা হতে আগত প্রশিক্ষনাথীরা হাতে কলমে আমাদের ফামে প্রশিক্ষনরত। ইচ্ছাকরলে আপনি ও আসতে পারেন ফ্রী প্রশিক্ষণের জন্য।

লন নিয়ে বিভ্রান্ত না হবার পরামর্শ

By krishi uddokta | September 2, 2015
5 Comments
239

প্রতিদিন কোন না কোন ভাই আমাদের ওয়েভ সাইটে, ফেসবুকে মেসেজ করে এবং মোবাইল ফোনে ছাগল খামার করার আগ্রহ প্রকাশ করে সার্ভিক সাহায্য সহযোগিতা কামনা করছেন। যথা সাধ্য চেষ্টা করছি সবাইকে সঠিক পরামর্শ দেবার। কাউকে নিরাশ করার চেষ্টা করিনি। কেহ যাতে বিভ্রান্ত না হয়। খুব ভাল লাগে মানুষ কৃষি দিকে এগিয়ে আসছে।

তবে যারা ছাগল পালন করতে আগ্রহী তারা বেশির ভাগই বিভ্রান্ত হয়ে ছাগল পালনে উৎসাহী হয়েছেন কারন কিছু অসৎ উদ্দেশ্যের মানুষ অনলাইনে ও ফেসবুকে মাধ্যমে ছাগল পালন সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্ত মুলক পোষ্ট তথ্য কারনে। সবাইকে অনুরোধ করব সেই সকল অসৎ উদ্দেশ্যের মানুষের উদ্দেশ্য মুলক পোষ্ট গুলো পড়ে বিভ্রান্ত হবেন না কারন তাদের দেয়া তথ্য ও উপাত্ত বাস্তবের সাথে কোন মিল নাই। অসৎ উদ্দেশ্যের মানুষের মাঠ পর্যায়ে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই এবং বাস্তব ভিত্তিক তথ্য ও উপাত্ত তাদের হাতে নেই যদি থাকত তাহলে মানুষকে বিভ্রান্ত মুলক পোষ্ট গুলো করত না।

এবার আসা যাক তারা কি বলে বিভ্রান্ত করছে ?

আপনি জানেন কি আধুনিক পদ্ধতিতে ১০০টি ব্লেক বেঙ্গল / দেশীয় ছাগল পালন করে ১ বৎসরে ২৫ লাখ টাকা আয় করা সম্ভব।

এবার আসা যাক ছাগল পালনের বাস্তব চিত্র ও অসৎ উদ্দেশ্যের মানুষের অসৎ উদ্দেশ্য মুলক পোষ্ট গুলো মধ্য অসঙ্গতিগুলো। তার যা প্রচার করছে। তা নিম্নে।

১০০ ছাগল পালন করে নাকি বছরে ২৫০০০০০ লক্ষ থেকে ৩০০০০০০ টাকা আয় করা যায়!!!!!! আপনার একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো?

ক) এটা সম্ভব কিনা ???

খ) যদি তা সম্ভব হতো তাহলে সকল শ্রেণীর মানুষ তাদের নিজ পেশা ছেড়ে ছাগল পালন করা শুরু করে দিত কিনা ?

গ) চারদিকে শুধু ছাগল খামারের ছড়াছড়ি থাকত কিনা ?

ঘ) বাংলাদেশে ছাগল ছাড়া অন্য কোন পশু পাওয়া যেত কিনা ?

ঙ) বাংলাদেশ সর্ব জায়গায় ভাল মানের ছাগলের ছড়াছড়ি থাকত কিনা?

কারন মানুষ লাভের পেছনে দৌড়ায়। তাই না? যেখানে অল্পতে লাভ পাওয়া যায় সেই কাজই তো মানুষে করে?

তারা যেভাবে মানুষকে প্রলোভন দেখাচ্ছে তার বর্ননা নিচে দেয়া হলো।

- ১০০ দেশীয় জাতের প্রাপ্ত বয়স্ক ব্লেক বেঙ্গল আর এদেরকে প্রজনন করার জন্য ১টি উন্নত জাতের পাঠা /বাক সংগ্রহ করতে হবে।
- ছাগল বৎসরে ২ বার ২টি করে বাচ্চা দেয় তা হলে ১০০ ছাগল এক বৎসরে ৪০০ টি বাচ্চা দিবে, উন্নত জাতের পাঠা দিয়ে প্রজনন করানো হলে ৫-৬ মাস বয়সে বাচ্চা গুলো ২০-২২ কেজী হবে।

খামার থেকে বাৎসরিক মূনাফার দেখিয়েছেনঃ–

- ২০ কেজী ওজনের ছাগল হতে ১৪ কেজী মাংস হবে, ৫০০ টাকা কেজী হিসেবে ১৪ কেজী মাংসের দাম ৭০০০ টাকা।
- ৪০০ বাচ্চা ৭০০০ টাকা হিসেবে ৪০০x৭০০০=২৮০,০০০ (২৮ লক্ষ টাকা) বিক্রি হবে।

খামারের খরচ বাবদ হিসেব দিয়েছেনঃ–

- একজন কর্মচারি মাসিক ১০ হাজার টাকা হিসেব ১,২০,০০০/= টাকা।
- ঔষধ বাব্দ খরচ ————————- ৩০,০০০/= টাকা।
- খামারের উন্নয়ন খরচ ————— ১,৫০,০০০/=টাকা।

মোট খরচ = ——————————৩,০০,০০০/= টাকা

বাৎসরিক আয়–ব্যয়ঃ–

- বাৎসরিক আয়ঃ- ২৮০০,০০০/= টাকা।
- বাৎসরিক ব্যয়ঃ- ৩০০০০০/= টাকা।

বাৎসরিক মোট মুনাফা ২৫০০০০০/= টাকা।

তাদের হিসেব মতে আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীতে সব থেকে বেশি লাভ জনক ব্যবসা হলো ছাগল পালন ব্যবসা। তাই নয় কি ? আপনাদের কি মনে হচ্ছে?

ভালই মুনাফা দেখিয়েছেন কিন্তু খাবার খরচ কোথায় ??!!

তাদের হিসেবে ১ বছরে ১০০ টি ছাগল ৪০০ বাচ্চা দিবে। তাদের কাছে আমার প্রশ্নঃ–

ক) তিনি কি ১০০ ছাগল পালন করে ২৫০০০০০ টাকা আয় করেছেন?

খ) তিনি কি ১০০ ছাগল থেকে ৪০০ ছাগলের বাচ্চা পেয়েছেন ?

গ) তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে ১০০ ছাগল ৪০০ বাচ্চা দিবে। তাহলে ৪০০ ছাগলই কি বেছে থাকবে ?

ঘ) ছাগলের বাচ্চার কি মৃত্যু নেই ?

ঙ) সব ছাগলেই কি ৪ টি করে বাচ্চা দিবে ?

চ) কোন কোন ছাগল তো ২ টি ও বাচ্চা দিতে পারে ?

ছ) কোন কোন ছাগল তো ১ টি ও বাচ্চা দিতে পারে ?

জ) কোন কোন ছাগল তো বাচ্চা না ও দিতে পারে ?

ঝ) কোন কোন ছাগল তো প্রজনন ক্ষমতা না ও থাকতে পারে ?

ঞ) ছাগলের কি গর্ভপাত হয় না ?

ট) তাহলে আমরা ১০০ ছাগল থেকে ৪০০ বাচ্চা কি করে পাব?

দ্বিতীয় যে কথাটি তারা প্রচার করছেন বা বলছেন সেটা হলো যে ৫ থেকে ৬ মাসে একটি ছাগলের ওজন ২২–২৫ কেজি হবে। তাদের কাছে আমার প্রশ্নঃ–

ক) তিনি নিজে কি এই ফলাফল পেয়েছেন ?

খ) বাংলাদেশের আবহাওয়াতে এমন কোন জাত আছে যে উক্ত ফলাফল পাওয়া যায়?

গ) কত জন খামারি উক্ত ফলাফল পেয়েছেন ?

ঘ) এই কথাটি কি বাংলাদেশের পেক্ষাপটে সর্বক্ষেত্রে সর্ব জায়গায় প্রযোয্য ?

তাদের কথা মতো ধরে নিলাম যে ১০০ ছাগল ৪০০ টি বাচ্চা দিবে। তবে সেটা কিভাবে ?

ক) ১০০ ছাগল প্রথম ব্যাচের অর্থাৎ প্রথম ৬ মাসে ২০০ টি বাচ্চা দিবে। তাই নয় কি ?

খ) প্রথম ব্যাচের ২০০ টি ছাগলের বিক্রয় যোগ্য হতে সময় লাগবে ৬ মাস তাই নয় কি ?

খ) অর্থাৎ এই ২০০ বাচ্চা ৬ মাস পর বিক্রির উপযোগী হবে তাই নয় কি ?

গ) ১০০ ছাগল দ্বিতীয় ব্যাচে ২০০ টি বাচ্চা দিবে অর্থাৎ ১২ মাসের মাথায় তাই নয় কি ?

ঘ) তাহলে দাড়াচ্ছে যে প্রথম ব্যাচের বাচ্চার বয়স ৬ মাস তাই নয় কি ?

ঙ) দ্বিতীয় ব্যাচের বয়স ১ দিন তাই নয় কি ?

ঘ) তাহলে কি ৪০০ বাচ্চা বিক্রয় উপযোগী হবে ?

ঙ) ১০০ ছাগলের ৪০০ বাচ্চার বয়স কি সমান বয়স হবে?

চ) ১০০ ছাগলের ৪০০ বাচ্চার ওজন কি সমান হবে?

ছ) তাহলে কি ৪০০ বাচ্চা সমান মূল্যে বিক্রি হবে ?

জ) তাহলে কি তাদের কথায় মতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌছাতে পারবেন?

আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।

এবার আসি ছাগল বিক্রয়ের চাতুর্যতায়। তারা প্রচার করছেন ২০ কেজী ওজনের ছাগল হতে ১৪ কেজী মাংস হবে, ৫০০ টাকা কেজী হিসেবে ১৪ কেজী মাংসের দাম ৭০০০ টাকা। তাহলে ৪০০ বাচ্চা ৭০০০ টাকা হিসেবে ৪০০x৭০০০=২৮০০০০০ (২৮ লক্ষ টাকা) বিক্রি হবে। মনে হচ্ছে টাকা আকাশে ভাসে। টাকার ছড়াছড়ি।

ধরেই নিলাম যে ১৪ কেজি মাংস হবে। এখানে ও আমার কিছু প্রশ্নঃ–

ক) আমি কি ছাগল বিক্রি করব না মাংশ বিক্রি করব?

খ) বাংলাদেশের খামারিরা কি মাংশ বিক্রি করে?

গ) তাদের কথা মতো মাংশ বিক্রি করি তাহলে কোথায় করব ?

ঘ) ৫০০ টাকা হিসেবে কি ছাগলের মাংশ বিক্রি হবে ?

ঙ) মাংশ ৫০০ টাকা কেজী হিসেবে কে ক্রয় করবে ?

চ) ৫০০ টাকা কেজী হিসেবে মাংশ দেশে বিক্রি করব না বিদেশে?

চ) দেশে হলে ক্রেতা করা ?

ছ) বিদেশে হলে ক্রেতা কারা ?

জ) নাকি যিনি প্রচার করছেন তিনি ক্রয় করবেন ?

ঝ) যদি তিনি ক্রয় করে না থাকেন তাহলে অন্য ব্যবস্থা কি তিনি করে দিবেন?

জ) তাহলে তো কসাই খানা খুলে বসতে হবে তাই নয় কি?

ঞ) তিনি কি নিজে ৫০০ টাকা হিসেবে মাংশ বিক্রি করেছেন ?

ট) তিনি যদি ৫০০ টাকা হিসেবে মাংশ বিক্রি করে থাকেন তাহলে তিনি কেন তার খামারের ছাগল গুলো ৩৫০০ টাকা করে বিক্রি করার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন?

আশা করি উত্তর গুলো পাব।

তিনি ৪০০ ছাগলের লালন পালনের খরচ দেখিয়েছেন যেটা নিম্নরূপঃ–

ক) একজন কর্মচারি মাসিক বেতনে ১০ হাজার টাকা (১০০০০X ১২)=১২০,০০০ টাকা (তার সাথে একমত)

খ) ঔষধ বাবদ খরচ ৩০,০০০ টাকা। (তার সাথে একমত)

গ) খামারের উন্নয়ন খরচ ১৫০,০০০ হাজার টাকা। (তার সাথে একমত)

মোট খরচ————————- ৩০০,০০০/= টাকা।

এখন আমার প্রশ্ন এখানে তো ছাগলের খাবার সব খরচ দেখানো হয়নি তা কেন? তিনি যে খরচের খাত দেখিয়েছেন তার বাহিরে কি আর কোন খরচের খাত নাই?

ক) খাবার ছাড়াই কি ছাগলের খামার সম্ভব ?

খ) ছাগলের কি ক্ষুদা লাগে না?

গ) ছাগল কি খাদ্য খায় না?

ঘ) ছাগল কি না খেয়ে বড় হয়?

ঙ) ছাগল না খেয়ে ৫-৬ মাসে ২২-২৫ কেজি হয়?

চ) তিনি কোন জাতের ছাগলের কথা বলেছেন না খেয়ে বড় হবে এবং বেচে থাকবে?

ছ) ছাগল কে কি শুধু ঘাস খাইয়ে রাখা যায়?

জ) ছাগল কি শুধু ঘাস খেয়ে ৫-৬ মাসে ২২-২৫ কেজি হয়?

ঝ) তাহলে কি সেই জাদুর ঘাস?

ঞ) ছাগলের কি সুষম দানাদার খাদ্যের দরকার নাই?

ট) সুষম দানাদার খাদ্য ছাড়া ছাগলের শাররিক বৃদ্ধি হবে কিভাবে?

প্রশ্ন গুলো আপনাদের কাছেই রইল। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে ঘাস খেয়ে ছাগল পালন করবেন।

ক) তাহলে কি পরিমাণ ঘাস লাগতে পারে ৪০০ ছাগলের জন্য সেই ধারন কি আছে?

খ) এতো ঘাস কোথা থেকে আসবে?

গ) চাষ করতে হবে নয়তো কিনে খাওয়াতে হবে তাই নয় কি?

ঘ) কিনে খাওয়াতে হলে টাকা লাগবে সেই টাকার হিসেব কই?

ঙ) যদি ঘাস চাষ করি তাহলে জমি লাগবে সেই জমি কোথা থেকে আসবে?

চ) সেই জমি কি নিজের?

ছ) যদি নিজের না হয় তাহলে কি মিনামূল্যে পাওয়া যাবে ?

জ) বিনামূল্যে যদি পাওয়া না যায় তাহলে কি সেটা বর্গা বা লিজ ?

ঝ) যদি বর্গা বা লিজ নেয়া হয় তার জন্য কি বাৎসরিক টাকা প্রধান করতে হবে না ?

ঞ) তাহলে সেই টাকার হিসেব কোথায়?

ট) ৫০০ ছাগল পালন করতে কি পরিমাণ লোকবল লাগতে পারে?

ঠ) সেই লোকবলের হিসেব কই?

ড) ১ জন মানুষ দিয়ে কি ৫০০ ছাগল পালা সম্ভব। (মা ছাগী ১০০ ও বাচ্চা ৪০০)?

ঢ) ১ জন ব্যাক্তির পক্ষে কি ৫০০ ছাগলের দেখা শুনা, ঘাস কাটা, ছাগলকে ঘাস কেটে দেয়া, পানি দেখা মাঠে বা খামারে চরানো সম্ভব?

ণ) ১০০ ছাগল কোথা থেকে আসবে ? আশাক থেকে ফুঁড়ে বের হবে? সেই হিসেব কোথায়?

এসবের বিষয় গুলো উল্লেখ করেন নি শুধু মুনাফার টাই দেখিয়েছেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

ছাগলের খাবার খরচ অন্যান্য খরচ যেহেতু দেখানো হয়নি শুধু মুনাফার টাই দেখিয়েছেন তাহলে বুঝতে হবে তাদের আসল উদ্দেশ্য। ১ বছর ৪০০ টি ছাগল পালন করতে কি পরিমাণ টাকার খাবার খরচ লাগতে পারে সেটা আপনারাই অনুমান করুন আমি আর নাই বা বললাম।

পালন করা ছাগল কোথায় বিক্রি করব তার একটি খতিয়ান দিয়েছেন। বাস্তব ভিত্তিক কোন সমাধান দিতে পারেন নি। বাহ আপনারা সুন্দর ভাবে মানুষের মগজ দোলাই করেছেন। আপনাদের পরিসংখ্যান তাহলো নিচে দিলামঃ-

ক) সরকারি হিসাব আনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংক্ষ্যা কম বেশী ১৬ কোটি।
খ) প্রতি পরিবারে জনসংক্ষ্যা ৪-১০ জন।
গ) আমরা যদি ১০ জন হিসেবে প্রতিটি পরিবার হিসাব করি তা হলে দেশে মোট ১ কোটি ৬০ লাখ পরিবার আছে।
ঘ) ১০ জনের প্রতিটি পরিবার যদি মাসে ১ কেজী করে খায় , তাহলে প্রতি মাসে বাজারের চাহিদা ১ কোটি ৬০ লক্ষ কেজী । বিয়ে, বৌভাত, সুন্নতে খৎনা , সামাজিক অনুষ্ঠান হোটেলের হিসাব না ই করলাম,
ঙ) যদি ও বাস্তবে ১ কেজীতে মাংসতে ১০ জন লোকের এক বেলা ও হবে না।

চ) তাহলে প্রতিটি ছাগল হতে যদি ১৪ কেজি মাংস হয় ১ কোটি ৬০লাখ পরিবারের জন্য মাসিক চাহিদা = ১১ লক্ষ ৪২ হাজার ছাগল ।
ছ) তাহলে বাৎসরিক চাহিদা ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ছাগল ।

জ) প্রতিটি র্ফামে যদি বৎসরে ৪০০ করে ছাগল উৎপাদন করে ,বাৎসরিক ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ছাগল উৎপাদন করতে ৩৪ হাজার ২৫০ টি র্ফাম প্রয়োজন।

সুন্দর হিসেব দেখিয়েছেন!!! আমি অত গভীরে যাব না শুধু ১ টা কথা বলব। আপনি ছাগল পালনের মুনাফাই দেখিয়েছেন কিন্তু বাজার ব্যবস্থাপনা দিক নিয়ে কোন বাস্তব ভিত্তিক সমাধান দেখাতে পারেন নি ।

অবাক লাগে যে ছাগল কে শুধু নেপিয়ার ঘাস খাওয়ালে নাকি হবে অন্য কোন দানাদার খাবার লাগবে না। কি অদ্ভুদ কথা !!!! বানিজ্যিক ছাগলের খামারের জন্য এই কথা যুক্তিযুক্ত নয়। সেটা সম্ভব যারা গ্রামীন পরিবেশে ২-১ ছাগল পালন করেন তাদের জন্য। বানিজ্যিক ভাবে ছাগলের খামার করতে গেলে ছাগলকে নিয়মিত পরিমান মতো দানাদার সুষম খাবার দিতে হবে নয়তো কখনো ছাগলের খামার করে লাভবান হওয়া যাবে না।

অসৎ উদ্দেশ্যের মানুষদের মতে বানিজ্যিক ভাবে ছাগলের খামার জন্য ছোট ছোট ছাগল দিয়ে শুরু করা এবং সেই ছাগল গুলো ১০০০-২০০০ টাকা মধ্য পাওয়া যায়। আমি সেই সব মানুষদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই।

ক) তারা কি কখোনো বাংলাদেশের কোন হাটে বা বাজারে গিয়েছে যে এত কম টাকায় ছাগল পাওয়া যায় ?
খ) যদি পাওয়া যায় তাহলে কোথায় পাওয়া যায় ?
গ) সেই ছাগল গুলো কি সুস্থ ?
ঘ) সেই ছাগল গুলো কি নিরোগ ?
ঙ) সেই ছাগল গুলো কি সব ভ্যাকসিন দেয়া ?
চ) সেই সব ছাগল কি উন্নত ও ভাল মানের ?
ছ) সেই সব ছাগল দিয়ে কি বানিজ্যিক ভাবে ছাগল খামার সম্ভব ?

আমার ব্যাক্তিগত মতামত কখনই সম্ভব না। কেন সম্ভব না তার ও উত্তর দিচ্ছি।

১। ১০০০-২০০০ টাকায় বাংলাদেশের কোথায় ও ভাল মানের ছাগল পাওয়া যাবে না। একটা ভাল মানের ছাগল পেতে হলে ৫০০০ টাকার উপরে লাগবে। (টেকসই ছাগলের কথা বলছি)

২। ছোট ছোট ছাগলের বাচ্চা দিয়ে বানিজ্যিক ভাবে ছাগলের খামার সম্ভব নয় কারন একটি ছাগলের বাচ্ছা ৩-৩.৫ মাস পযন্ত মায়ের দুধ খায়। যদি সেই ছাগল গুলো দিয়ে খামার শুরু করা হয় তাহলে সেই খামার কখনই সাফল্যর মুখ দেখবে না কারন সেই সব ছাগলের মায়ের দুধ ছাড়েনি। মায়ের দুধের অভাবে তার শরির ঠিকঠাক মত গড়ে উঠবে না। মায়ের দুধের অভাবে ছাগলের বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হবে। আর এত ছোট বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশি। তাই ছোট ছোট ছাগলের বাচ্ছা দিয়ে বানিজ্যিক ভাবে খামার করা ঠিক নয়। ক্ষতি ছাড়া আর কিছু পাবার আশা নাই।

৩। হাটে বাজারে যে ছাগল বিক্রির জন্য গুলো নিয়ে আসা হয় সেই ছাগল গুলো কখন ও সুস্থ সবল ও ভাল মানের নয়। এই ছাগল গুলোর বংশ ইতিহাস জানা যায় না। যেমনঃ-

ক) নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী বা নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা দিত কিনা ?
খ) নির্বাচিত ছাগীর ছাগীর মা, দাদী বা নানীর বাচ্চা মৃত্যুহার কেমন ছিল ?
গ) এই সব ছাগল গুলোকে কখন ও কোন ধরনের রোগ প্রতিশেধক টিকা দেয়া হয়েছে?
ঘ) সেই সব ছাগল গুলোকে কি নিয়মিত কৃমির ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে ?

সব গুলো প্রশ্নের উত্তর না, না, না, না.....

সেগুলো বিভিন্ন রোগে রোগাক্রান্ত, ভাল জাতের নয়, বেশির ভাগই সংকর জাতের, এই সব ছাগল দিয়ে ভবিষ্যতে ভাল ফলাফল আশা করা যায় না। এই সব ছাগল গুলো কিছু দিন পর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

যাই হোক ছাগল খামার করার বিষয়ে আমার মূল কথা গুলো বলা শেষ এই বিষয়ে আর দীর্ঘ করব না। আশা করি ছাগল পালনের বাস্তব দিক খুলো বুঝতে পেরেছেন।

অসৎ উদ্দেশ্যের মানুষ গুলো কেন উদ্দেশ্যমুকল ভাবে বিভ্রান্তকর পোষ্ট করে যাচ্ছে?

১। তাদের পন্যের বানিজ্যিক প্রচার ও প্রসার বাড়ানোর জন্য।

২। তাদের উৎপাদিত নেপিয়ার ঘাসের কাটিং বিক্রি করার জন্য। যা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলা ও উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে বিনা মুল্যে বিতরন করা হয়।

৩। তাদের নিম্নমানের ছাগল উন্নত জাতের ছাগল বলে খামারিদের কাছে বিক্রি করা। যেগুলোর থেকে কখোনই ভাল ফলাফল আশা করা যায় না। কারন সে গুলো টেকসই ছাগল নয়।

বানিজ্যিক ভাবে ছাগল করার জন্য আমার কিছু ব্যক্তিগত পরামর্শ

১। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল দিয়ে খামার শুরু করা উচিৎ। যা খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম।

২। হাট ও বাজার থেকে কখনই ছাগল ক্রয় করা উচিত নয়। হাটের ছাগল গুলো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। ওদের সংস্পর্শে এসে সুস্থ ছাগল গুলো অসুস্থ হয়ে পড়বে। ছাগল কেনা উচিৎ যাদের বানিজ্যিক ছাগলের খামার আছে অথবা গ্রামের বাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে যারা পালন করে তাদের থেকে। তবে সেটা যেন ব্লাক বেঙ্গল হয়।

৩। ব্লাক বেঙ্গলের সাথে উন্নত জাতের একটি পাঠা রাখা উচিত তাহলে খামার টি থেকে বানিজ্যিক ভাবে লাভবান হওয়া যাবে। কারন একটি উন্নত জাতের সাথে ব্লাক বেঙ্গলের প্রজনন হবে তখন সেই বাচ্চাটি যদি খাসি হয় তাহলে ৬ মাসে তার গড় ওজন হবে ১৫-১৮ কেজি।

ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালন খুবই লাভজনক একটি প্রকল্প যদি সেটা বিজ্ঞান সম্মত ও সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে করা যায়।

যারা সত্যিকার অর্থেই ছাগল খামার করতে চান তাদেরকে কৃষি উদ্যোক্তা পরিবারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগীতা করা হবে। যারা করতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আমি সেই সব মানুষদের কে অনুরোধ করব যারা অনলাইনে ছাগল পালন নিয়ে বিভ্রান্ত মূলক পোষ্ট না করার জন্য করার তার এই বিভ্রান্ত মূলক একটি পোষ্টের জন্য একজন নবীন খামারী কোন প্রশিক্ষন ছাড়াই বিশাল লাভের আশায় না বুঝে শুনে ছাগল খামার করে জীবনে বিশাল পরিমান ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারেন। সেটা সঠিক তথ্য সেটা প্রচার। আপনার পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিভ্রান্ত মূলক কথা ছড়াবেন না।

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপনাদের যতটুকু পেরেছি সতর্ক করার চেষ্টা করেছি। ভুল হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর সবার উদ্দেশ্য একটি কথা বলব যে আবেগে বসবর্তী না হয়ে জেনে শুনে বুঝে করা উচিত। সবাই কে ধন্যবাদ।

•

গবাদি পশু পালন

- গরু মোটাজাতকরণ প্রকল্প
- ডেইরি ফার্ম তৈরি
- ছাগল পালন প্রকল্প
- গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন
- গাভীর খামার ব্যবস্থাপনা
- সংকর জাতের বাছুরের পরিচর্যা
- গো-খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- রোগ-ব্যাধি ও প্রতিকার

পাখি পালন

- মুরগী পালন বিষয়ক তথ্য
- হাসঁ পালন বিষয়ক তথ্য
- কোয়েল পালন ও চিকিৎসা
- কবুতর পালন ও চিকিৎসা
- ময়ূর পালন
- উটপাখি পালন
- মৌমাছি চাষ
- এক্সক্লুসিভ

ছাগল পালন প্রকল্প

দারিদ্র্য বিমোচনে ছাগল পালন প্রকল্প

ছাগল বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ পশুসম্পদ। ছাগল আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য হ্রাস মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ছাগল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে এদেশের মোট প্রায় আড়াই কোটি ছাগলের অধিকাংশই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের।

ছাগল পালনের সুবিধাদিঃ

* ছোট প্রাণীর খোরাক তুলনামূলকভাবে অনেক কম, পালনের জন্য অল্প জায়গা লাগে এবং মূলধনও সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে।
* গবাদিপশুর তুলনায় ছাগলের রোগবালাই কম।
* তুলনামূলক কম সময়ে অধিক সংখ্যক বাচ্চা পাওয়া যায়। বছরে দুইবার বাচ্চা প্রসব করে এবং প্রতিবারে গড়ে ২-৩ টি বাচ্চা হয়ে থাকে।
* দেশে ও বিদেশে ব্ল্যাক ছাগলের চামড়া, মাংস ও দুধের বিপুল চাহিদা আছে।
* ছাগলের দুধ যক্ষ্মা ও হাঁপানি রোগ প্রতিরোধক হিসাবে জনশ্রুতি রয়েছে এবং এজন্য এদের দুধের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।
* ছাগল ভূমিহীন ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বক্ষস্থল চওড়া, কান কিছুটা উপরের দিকে ও শিং ছোট থেকে মাঝারী আকৃতির হয়ে থাকে। দেহের গড়ন আটসাট পা অপেক্ষাকৃত খাটো ও এবং লোম মসৃন হয়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সুবিধাঃ

সাধারণতঃ ১২-১৫ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। একটি ছাগী বছরে দুইবার বাচ্চা প্রসব করলেও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ছাগী ২-৮ টি পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে। ২০ কেজি দৈহিক ওজন সম্পন্ন একটি ছাসী থেকে কমপক্ষে ১১ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস এবং ১.-১.৪ কেজি ওজনের অতি উন্নতমানের চামড়া পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া একটি অতি মূল্যবান উপজাত। দেখা গেছে, সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ২৫টি ছাগীর খামার থেকে ১ম বছরে ৫০,০০০ টাকা, ২য় বছরে ৭৫,৩৩৭ এবং ৩য় বছরে ১,০২,৬০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব (সূত্রঃ ছাগল পালন ম্যানুয়েল)।

ছাগল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য গুণাবলীঃ

পাঠাঁর ক্ষেত্রেঃ

* পাঠাঁর বয়স ১২ মাসের মধ্যে হতে হবে, অন্ডকোষের আকার বড় এবং সুগঠিত হতে হবে।
* পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
* পাঠাঁর মা, দাদী বা নানীর বিস্তারিত তথ্যাদি (অর্থাৎ তারা বছরে ২ বার বাচ্চা দিত কীনা, প্রতিবারে একটির বেশি বাচ্চা হতো কীনা, দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি গুণাবলী) সন্তোষজনক বিবেচিত হলেই ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

ছাগীর ক্ষেত্রেঃ

* নির্বাচিত ছাগী হবে অধিক উৎপাদনশীল বংশের ও আকারে বড়।
* নয় বা বার মাস বয়সের ছাগী (গর্ভবতী হলেও কোনো সমস্যা নেই) কিনতে হবে।

* ছাগীর পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাজরের হাড়, চওড়া, প্রসারিত ও দুই হাড়ের মাঝখানে কমপক্ষে এক আঙ্গুল ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
* নির্বাচিত ছাগীর ওলান সুগঠিত ও বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

বয়স নির্ণয়ঃ

ছাগলের দাঁত দেখে বয়স নির্ধারণ করতে হয়। বয়স ১২ মাসের নিচে হলে দুধের সবগুলোর দাঁত থাকবে, ১২-১৫ মাসের নিচে বয়স হলে স্থায়ী দাঁত এবং ৩৭ মাসের ঊর্ধ্বে বয়স হলে ৪ জোড়া স্থায়ী দাঁত থাকবে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়াদিঃ

গ্রহণযোগ্য ছাগল অবশ্যই সকল ধরনের সংক্রামক ব্যাধি, চর্মরোগ, চক্ষুরোগ, যৌনরোগ ও বংশগত রোগমুক্ত হতে হবে। পিপিআর খুবই মারাত্মক রোগ বিধায় কোনো এলাকা থেকে ছাগল সংগ্রহ করার আগে উক্ত এলাকায় পিপিআর রোগ ছিল কীনা তা জানতে হবে। উক্ত এলাকা কমপক্ষে ৪ মাস আগে থেকে পিপিআর মুক্ত থাকলে তবেই সেখান থেকে ছাগল সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ছাগল ক্রয়ঃ

সাধারণত যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের চর অঞ্চল, ময়মনসিংহের ত্রিশাল, পটুয়াখালীর কলাপাড়া, বগুড়ার ধুনট, ফরিদপুর, মেহেরপুর ও কয়েকটি স্থানে উন্নতমানের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পাওয়া যায়। এসব স্থান থেকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ছাগল ক্রয় করা যেতে পারে।

বাছাইকৃত ছাগলের পরিবহন ব্যবস্থাঃ

নির্বাচিত ছাগলকে পূর্বে পিপিআর ভ্যাকসিন দেয়া না থাকলে পরিবহনের ২১ দিন পূর্বে পিপিআর ভ্যাকসিন দিতে হবে। পরিবহনের পূর্বে ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ ও চিটাগুড় মিশ্রিত পানি (পানি ১ লিটার, লবণ ১০ গ্রাম ও চিটাগুড় ৩০ গ্রাম) খাওয়াতে হবে। অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা কিংবা ঝড়-বৃষ্টিতে এদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহন করা মোটেও উচিত নয়।

জৈব নিরাপত্তাঃ

খামার এলাকার বেড়া বা নিরাপত্তা বেস্টনী এমনভাবে নির্মান করতে হবে যাতে সেখানে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি, শেয়াল-কুকুর ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী প্রবেশ করতে না পারে। প্রবেশপথে ফুটবাথ বা পা ধোয়ার জন্য ছোট চৌবাচ্চায় জীবাণুনাশক মেশানো পানি রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের আগে খামারে গমনকারী তার জুতা/পা ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করবেন। খামারের জন্য সংগৃহীত নতুন ছাগল সরাসরি খামারে পূর্বে বিদ্যমান ছাগলের সাথে রাখা যাবে না। নূতন আনীত ছাগলদেরকে স্বতন্ত্র ঘরে সাময়িকভাবে পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের ঘরকে পৃথকীকরণ ঘর বা আইসোলেশন শেড বলে। অন্ততপক্ষে দুই সপ্তাহ এই শেডে রাখা বিশেষ জরুরি। এসব ছাগলের জন্য প্রাথমিক কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমে এদেরকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। এজন্য বহিঃপরজীবী এবং আন্তঃ পরজীবীর জন্য কার্যকর কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। চর্মরোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ছাগলকে (০.৫%) শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ ম্যালাথিয়ন দ্রবণে গোসল করাতে হবে। আইসোলেশন শেডে ছাগল রাখার পর ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোনো রোগ না দেখা দেয় তাহলে প্রথমে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন এবং সাত দিন পর গোটপক্সের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। শেষ টিকা প্রদানের সাত দিন পর এসব ছাগলকে মূল খামারে নেয়া যেতে পারে। প্রতিদিন সকাল এবং বিকালে ছাগলের ঘর পরিষ্কার করতে হবে। কোনো ছাগল যদি অসুস্থ হয় তাহলে তাকে আলাদা করে আইসোলেশন শেডে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোনো

ছাগল মারা যায় তবে অবশ্যই তার কারণ সনাক্ত করতে হবে। ল্যাবরেটরিতে রোগ নির্ণয়ের পর তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিশেষ করে অন্যান্য ছাগলের অন্য নিতে হবে। মৃত ছাগলকে খামার থেকে দূরে নিয়ে মাটির গভীরে পুতে বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত ছাগলের ব্যবহার্য সকল সরঞ্জামাদি ও দ্রব্যাদি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

ছাগলের বাসগৃহঃ

ছাগলের ঘর শুষ্ক, উচুঁ, পানি জমে না এমন স্থানে স্থাপন করা উচিত। পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি, দক্ষিণ দিক খোলা এমন করতে হবে। এক্ষেত্রে কাঠাঁল, ইপিল ইপিল, কাসাভা ইত্যাদি গাছ লাগানো যেতে পারে। এছাড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য উত্তম ব্যবস্থা আছে এমন স্থানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ছাগল ঠাসাঠাসি অবস্থায় বাস করতে পছন্দ করে না। এরা মুক্ত আলো বাতাস এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে থাকতে পছন্দ করে। এক জোড়া ছাগলের জন্য ৫ ফুট লম্বা, ১.৫ ফুট চওড়া এবং ৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট খোয়াঁড় প্রয়োজন। প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য গড়ে ১০-১৪ বঃ ফুট এবং বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ৩-৮ বঃ ফুট জায়গা প্রয়োজন। ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিন বা ইট নির্মিত হতে পারে। তবে ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা প্রস্তুত করে তার উপর ছাগল রাখা উচিত। মাচার উচ্চতা ১ মিটার (৩.৩৩ ফুট) এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা ৬-৮ ফুট হবে। মল-মূত্র নিষ্কাষনের গোবর ও চনা সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা কাঠের মাঝে ১সেঃ মিঃ ফাক লাখতে হবে। মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি দিতে হবে। বৃষ্টি যেন সরাসরি ঘরের ভিতর প্রবেশ না করতে পারে সে জন্য ছাগলের ঘরের চালা ১-১.৫ মিঃ (৩-৩.৫ ফুট) ঝুলিয়ে দেয়া প্রয়োজন। শীতকালে রাতের বেলায় মাচার উপরের দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পাঠাঁর জন্য অনুরূপভাবে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ও মল-মূত্র নিষ্কাষনের উত্তম সুবিধাযুক্ত পৃথক খোয়াড় তৈরি করতে হবে। শীতকালে মাচার উপর ১.৫ ইঞ্চি পুরু খড় বিছিয়ে তার উপর ছাগল রাখতে হবে। প্রতিদিন ভালোভাবে পরিষ্কার করে রৌদ্রে শুকিয়ে পুনরায় বিছাতে হবে।

ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাঃ

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে মুক্তভাবে ছাগল প্রতিপালনের তুলনায় আবদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালন অনেক বেশি ঝুকিপূর্ণ। এ ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা ও প্রযুক্তির সমন্বয় না ঘটালে খামারীকে বিস্তর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এটা একটি বাস্তব উপলব্ধি। এজন্য ছাগলের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যর প্রতি খামারীকে স্বতন্ত্র ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। ছাগলের খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে। তাই বিভিন্ন রোগ দমনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে খামার থেকে লাভের আশা করা যায় না। খামারে ছাগল আনার পর থেকে প্রতিদিনই প্রতিটা ছাগলের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। প্রথম পাঁচ দিন সকাল ও বিকালে দুবার থার্মোমিটার দিয়ে ছাগলের দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। হঠাৎ কোনো রোগ দেখা মাত্রই পশু চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তীব্র শীতের সময় ছাগী বা বাচ্চাদের গায়ে চট পেঁচিয়ে দেয়া যেতে পারে। মাচার নিচ এবং ঘর প্রতিদিন সকালে পরিষ্কার করতে হবে এবং কর্মসূচি অনুযায়ী জীবাণুনাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

সুস্থ ছাগলের বৈশিষ্ট্যঃ

সুস্থ ছাগলের নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭০-৯০ বার, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ২৫-৪০ বার এবং তাপমাত্রা ৩৯.৫ সেঃ হওয়া উচিত। সুস্থ ছাগল দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে, মাথা সবসময় উঁচু থাকে, নাসারন্ধ্র থাকবে পরিষ্কার, চামড়া নরম, পশম মসৃন ও চকচকে দেখাবে এবং পায়ু অঞ্চল থাকবে পরিচ্ছন্ন।

ছাগল সুস্থ রাখতে যেসব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা আবশ্যক সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

কর্মসূচি অনুযায়ী টিকা প্রদানঃ

ভাইরাসজনিত রোগ যেমন পিপিআর, গোটপক্স, ক্ষুরারোগ ইত্যাদি এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ যেমন এনথ্রাক্স, ব্রুসেলোসিস ইত্যাদি খুবই মারাত্মক বলে এগুলোর বিরুদ্ধে যথারীতি টিকা প্রদান করতে হবে। যেসব ছাগীকে পূর্বে পিপিআর, গোটপক্স, একথাইমা, ব্রুসেলোসিস ইত্যাদি টিকা দেয়া হয়নি তাদেরকে গর্ভের ৫ম মাসে উক্ত ভ্যাকসিনগুলি দিতে হবে। বাচ্চার বয়স যখন ৫ মাস তখন তাকে পিপিআর ভ্যাকসিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন দিতে হবে।

ছাগলের টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকার নাম	মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
পিপিআর	১ মি.লি.	চামড়ার নীচে ইনজেকশন
ক্ষুরা রোগ	২ মি.লি.	চামড়ার নীচে ইনজেকশন
এ্যানথ্রাক্স	১ মি.লি.	চামড়ার নীচে ইনজেকশন

কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগঃ

সকল ছাগলকে নির্ধারিত মাত্রায় বছরে দুইবার কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করতে হবে। কৃমিনাশক কর্মসূচি অনুসরণের জন্য পশু চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

ছাগলকে রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, জমির আইল, পতিত জমি বা পাহাড়ের ঢালে বেঁধে বা ছেড়ে ৮-৯ ঘন্টা ঘাস খাওয়াতে পারলে খুব উপকার হবে। এ ধরনের সুযোগ না থাকলে প্রতি ২০ কেজি ওজনের ছাগলের জন্য দৈনিক ০.৫-১ কেজি পরিমাণ কাঠাঁল, ইপিল ইপিল, ঝিকা, বাবলা পাতা অথবা এদের মিশ্রণ দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি ছাগলকে দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম ঘরে প্রস্তুতকৃত দানাদার খাদ্য দেয়া যেতে পারে। ১০ কেজি দানাদার খাদ্য মিশ্রণে যেসব উপাদান থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছেঃ চাল ভাঙ্গা ৪ কেজি, ঢেঁকি ছাঁটা চালের কুড়া ৫ কেজি, খেসারি বা অন্য কোনো ডালের ভূষি ৫০০ গ্রাম, ঝিনুকের গুড়া ২০০ গ্রাম এবং লবণ ৩০০ গ্রাম। ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত খড় ও সাইলেজ খাওয়ালে ভাল হয়। কারণ প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে এবং পরিপাকও ভালোভাবে হয়। জন্মের পর থেকেই ছাগল ছানাকে আঁশ জাতীয় খাদ্য যেমন কাঁচা ঘাস ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর পর ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিষ্কার পানি খেতে দিতে হবে। বাড়ন্ত ছাগলকে দৈনিক প্রায় ১ লিটারের মতো পানি পান করা উচিত। কাঁচাঘাস কম বা এর অভাব ঘটলে ছাগলকে ইউরিয়া-চিটাগুড় মেশানো খড় নিম্নোক্ত প্রণালীতে বানিয়ে খাওয়াতে হবে।

উপকরণঃ

২-৩ ইঞ্চি মাপের কাটা খড় ১ কেজি, চিটাগুড় ২২০ গ্রাম, ইউরিয়া ৩০ গ্রাম ও পানি ৬০০ গ্রাম। এবারে পানিতে ইউরিয়া গুলে তাতে চিটাগুড় দিয়ে খড়ের সাথে মিশিয়ে সরাসরি ছাগলকে দিতে হবে। খাসীর ক্ষেত্রে তিন-চার মাস বয়সে দুধ ছাড়ানোর পর নিয়মিত সঠিকভাবে এই প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাওয়ালে দৈনিক ৬০ গ্রাম করে দৈহিক ওজন বাড়ে ও এক বছরের মধ্যে ১৮-২২ কেজি ওজন প্রাপ্ত হয়ে থাকে। খাসীকে দৈহিক ওজনের উপর ভিত্তি করে মোট ওজনের ৭% পর্যন্ত পাতা বা ঘাস জাতীয় খাদ্য দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ (চাল ভাঙ্গা ৪০%, কুড়া ৫০%,

ডালের ভূষি ৫৫, লবণ ৩% এবং ঝিনুকের গুড়া ২%) ১০০ গ্রাম থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ গ্রাম ও ভাতের মাড় ৪০০ গ্রাম পর্যন্ত খেতে দেয়া যেতে পারে। খাসীর ওজন ২০ কেজির বেশি হয়ে গেলে এদের দেহে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই এ সময়েই এদেরকে বাজারজাত করা উচিত। ছাগল খামারের খাদ্য খরচ মোট খরচের ৬০-৭০% হওয়া আবশ্যক। বাণিজ্যিক খামারের লাভ-লোকসান তাই খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। নিম্নে বাণিজ্যিকভাবে পালিত ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ প্রদত্ত হলঃ

ছাগলের বাচ্চার বয়স অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ

বয়স (দিন)	দৈহিক ওজনের প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দুধ (গ্রাম)	দৈহিক ওজনের প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-১৪ দিন	১৫০ গ্রাম	----------	----------
১৫-৩০ দিন	১৫০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩১-৪২ দিন	১৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	ঐ
৪৩-৫৬ দিন	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৫৭-৭০ দিন	১১০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	ঐ
৭১-৯০ দিন	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	ঐ

বাণিজ্যিক ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ

খাদ্য উপাদান	শতকরা হার (%)
চাল/গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	৩৫.০০
গমের ভূষি/ অটো কলের কুড়া	২৪.০০
খেসারী/মাসকলাই/অন্যডালের ভূষি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/সরিষার খৈল	২০.০০
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.৫০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
লবণ	১.০০
শুটকি মাছের গুঁড়া	১.৫০
মোট	১০০.০০

অন্যান্য ব্যবস্থাপনাঃ

সঠিক অনুপাতে (১০ টি ছাগীর জন্য ১টি পাঠাঁ) ছাগী ও পাঠাঁ পালন করতে হবে। পাঠাঁ এবং ছাগীকে কখনও একত্রে খাদ্য খেতে ও মাঠে চরানো যাবে না, কারণ পাঠাঁ ছাগীকে খাদ্য খেতে অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় মারামারি করে ক্ষতের সৃষ্টি করে থাকে। প্রজননক্ষম পাঠাঁ ছাগীকে নিয়মিত (বছরে ৫-৬ বার) ০.৫% মেলাথিয়ন দ্রবণে চুবিয়ে বহিঃপরজীবী থেকে মুক্ত রাখতে হবে। বাচ্চার ক্ষেত্রে যাতে উক্ত দ্রবণ নাকে বা কানে যেন প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। (গর্ভের ১ম মাসে ১-১.৫ মিলি ভিটামিন এ.ডি.ই এবং গর্ভের শেষ দুই সপ্তাহে ১-১.৫ মিলি ৪৮ ঘন্টা পরপর ইনজেকশন দিতে হবে)। প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলে ছাগীর পিছনের অংশ ও ওলান পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর ০.৫-১% দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে মুছে দিতে হবে। বাচ্চা প্রসবের পর জীবাণুমুক্ত সার্জিক্যাল চাকু বা ব্লেড দ্বারা নাভি ২-৩ সেঃমিঃ রেখে বাকি অংশ কেটে দিতে হবে। (এ সময় ছাগীর জরায়ুতে যাতে ইনফেকশন না হয় সেজন্য পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গনেট দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং এরপর ক্যাপলেট (মাত্রাঃ১ ক্যাপলেট/১০-২০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য) অথবা বোলাস (মাত্রাঃ ১-২ বোলাস) জরায়ুতে

দিতে হবে)। প্রসবের ২৪ ঘন্টা পরও ফুল বা প্লাসেন্টা না পড়লে অক্সিটোসিন (মাত্রাঃ ১-২ মিলি/ ১০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য) ইনজেকশন দিতে হবে। বাচ্চার বয়স যখন ৩-৫ সপ্তাহ তখন শিং ওঠা বন্ধ করা উচিত। বাচ্চা বয়স ২-৪ সপ্তাহ হলে তাকে খাসী করানো উচিত।
খাসী করতে হলে টেবিল বা এ জাতীয় উচু জায়গায় রেখে পিছনের পা দুটো টেনে সামনে নিয়ে আসতে হবে। এরপর অন্ডকোষকে ৩% টিংচার দ্রবণ দিয়ে ভাল করে মুছে দিতে হবে। অন্ডকাষকে চামড়ার বিপরীতে চেপে ধরে চামড়ার নিচের দিকে একটি মাত্র পোচে কেটে অন্ডকোষ দুইটি বের করে রগ (Spermatic cord) কেটে দিতে হবে। এরপর অন্ডকোষ থলিকে টিংচার অব আয়োডিন দ্বারা পরিষ্কার করে ক্ষতস্থানে পাউডার লাগিয়ে দিতে হবে।

বাজারজাত করার প্রকৃত সময়ঃ

এ প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে পশুটির যর্থাথ ও উপযুক্ত দামের উপর। কাজেই বিক্রির জন্য যে বাজারে তুলনামূলকভাবে বেশি মূল্য পওয়া যাবে সেখানে ছাগল নেয়া যেতে পারে। তবে মূল্য বেশি হবে এই ধারনায় ছাগলদেরকে দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটিয়ে বা গাড়িতে করে পরিবহন করা যুক্তিযুক্ত নয়। অস্বাস্থ্যকর প্রতিকূল পরিবেশে এধরনের ভ্রমণের ফলে ছাগলের ধকলজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং এর ফলে রোগাক্রান্ত হলে খামারীর প্রভূতি ক্ষতি হতে পারে। এজন্য বাজারজাত করণের প্রভূত ক্ষেত্রে কোনো ঝুকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রে খামারীর নিজেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

ডাঃ এ, এইচ. এম. সাঈদুল হক
এক্সিকিউটিভ, এগ্রোভেট ডিভিশন, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
এগ্রোবাংলা ডটকম

Share

- < Prev
- Next >

Find us on Facebook

কাঁঠাল
মেলা
পাট
মুরগী
আউশ
বাঁধাকপি
আমন
ইলিশ
মাংস
গাভী
ব্যবসা
কৃষি
মরিচ
ফুলকপি
হাঁস
ধান
পাখি
কাঁকড়া
ছাগল
কৃষির বাইরে কি নিজেকে কল্পনা করতে পারেন?
তাহলে আপনিও কৃষক,
আসুন বলি আমরা কৃষক
চিরায়ত বাংলা
লিচু
কচু
কোয়েল
বেগুন
কৃষক
সার
পিঠা
টমেটো
আমলকি
ছাদে চাষ
কই
মাছ
কবুতর
পেয়ারা
আলু
আম
গবাদি পশু
কলা
ফুল